বিড়ি শ্রমিকদের পুঁজি করে মুনাফা

বাংলাদেশের বিড়ি শিল্পের শোষণমূলক কূটকৌশলের একটি নিবিড় পর্যবেক্ষণ

প্রগতির জন্য জ্ঞান
PROGGA Knowledge for Progress
www.progga.org

২০২১ সালের এই গবেষণায় বিড়ির উপর কর বৃদ্ধি ঠেকাতে কোম্পানিগুলো নিম্ন আয়ের বিড়ি শ্রমিকদের ব্যবহার করে কিভাবে দেশব্যাপী আন্দোলন পরিচালনা করেছে তা প্রকাশ পেয়েছে।

ভূমিকা

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে বিড়ির ব্যবহার ব্যাপকভাবে কমেছে। ২০০৯ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে বিড়ির ব্যবহার ১১.২ শতাংশ থেকে কমে ৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।[১] জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এর তথ্যেও একই প্রবণতা লক্ষ্যণীয়, ২০১৩ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে বিড়ি বিক্রি ২৬.৭ শতাংশ কমেছে।[২] বাংলাদেশে বিড়ি শিল্পে কর্মরত নিয়মিত, অনিয়মিত এবং চুক্তিভিত্তিক মিলিয়ে পূর্ণসময় কাজ করার সমতুল্য শ্রমিক সংখ্যা মাত্র ৪৬ হাজার ৯১৬ জন যা দেশের মোট শ্রমশক্তির (৬ কোটি ৩৫ লক্ষ)[৩] মাত্র ০.০৭৪ শতাংশ। একজন বিড়ি শ্রমিকের গড় মাসিক আয় ১,৯২৭ টাকা, যা (শ্রমিকের) জাতীয় গড় মাসিক আয় ১৩,২৫৮ টাকার[৩] তুলনায় "খুবই কম"। একজন শ্রমিকের আয়ে সংসার চালানো প্রায় অসম্ভব তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবারের নারী ও শিশুদের বিড়ি তৈরির কাজ করতে হয়। বাংলাদেশে শিশুদের জন্য ৩৮টি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ নিষিদ্ধ করা হয়েছে যেখানে বিড়ি চতুর্থ স্থানে রয়েছে।[৪]

প্রতিবছর বাজেট ঘোষণার সময় আসলেই বিড়ির উপর করবৃদ্ধি ঠেকাতে শ্রমিকরা রাস্তায় নামে। দৃশ্যত এই আন্দোলন অত্যন্ত সংঘবদ্ধ হয় এবং অনেক সময় বাজেট পাস হওয়ার পরেও চলতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই আন্দোলন শ্রমিকদের কল্যাণ, মজুরি, বা কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা প্রভৃতি উন্নয়নে কোন অবদানই রাখে না। গবেষণা ও তামাক-বিরোধী অ্যাডভোকেসি প্রতিষ্ঠান প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান) বিড়ি শ্রমিকদের আন্দোলনে অংশ গ্রহণের কারণ ও বিন্যাস বোঝার চেষ্টা করেছে। প্রজ্ঞা অনুসন্ধান করেছে আন্দোলনগুলো কিভাবে বারবার সংঘটিত হয়, এগুলো কতটা স্বতঃস্ফূর্ত, আন্দোলনের আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তার উৎস, এবং শেষ পর্যন্ত কারা প্রকৃত লাভবান হয়।

গবেষণা পদ্ধতি

ডিসেম্বর ২০২০-মার্চ ২০২১ সময়কালে প্রজ্ঞা একটি গুণগত গবেষণা পরিচালনা করে যেখানে গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরাখবর বিশ্লেষণ, ১১টি ফোকাস গ্রুপ/ গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি/জিডি) এবং ৪টি কি ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (কেআইআই) সম্পন্ন করা হয়। বিড়ি শ্রমিক, শ্রমিক নেতা এবং স্থানীয় সুশীল সমাজ/সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দের (যেমন, সাংবাদিক, উন্নয়ন কর্মী, শিক্ষক, চাকুরিজীবি, ব্যবসায়ী) মধ্য থেকে মোট ৯২ জনকে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের (purposive sampling) ভিত্তিতে এফজিডি/জিডি এবং কেআইআই-এর জন্য নির্বাচন করা হয়। বাংলাদেশে বিড়ি শিল্পের নিবিড়তা, শ্রমিক আন্দোলন সংঘটনের প্রবণতা এবং তীব্রতার ওপর ভিত্তি করে লালমনিরহাট, রংপুর, পাবনা এবং কুষ্টিয়া এই চারটি জেলাকে গবেষণার জন্য নির্বাচন করা হয়।

মূল ফলাফল

১. বিড়ি শ্রমিকদের করবিরোধী আন্দোলন মালিকপক্ষ আয়োজন করে। এই আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত নয়।

- মূলত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে, বিড়ি কারখানার মালিকরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিড়ি শ্রমিকদের ঢাকায় নিয়ে আসে। আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য শ্রমিকদের ভাতা প্রদানসহ পরিবহন ও অন্যান্য ব্যয় বহন করে মালিক পক্ষ।
  - আজিজ বিড়ি ও মায়া বিড়ি (রংপুর) এবং বাংলা বিড়ি (পাবনা) কোম্পানির শ্রমিকরা জানিয়েছে মালিকপক্ষই তাদেরকে করবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করায়।

- আন্দোলনে মূল নেতৃত্ব দেয় আকিজ বিড়ি কোম্পানি।
  - গবেষিত ৪ জেলাতেই (লালমনিরহাট, রংপুর, পাবনা এবং কুষ্টিয়া) আন্দোলন সংঘটনে আকিজ বিড়ি কোম্পানির নেতৃত্বের বিষয়টি উঠে এসেছে।
  - আকিজ বিড়ি কারখানার আশেপাশে আন্দোলনের প্রবণতা ও তীব্রতা বেশি।

২. মালিকপক্ষ অনেক সময় ভয়ভীতি দেখিয়ে শ্রমিকদের আন্দোলনে অংশ নিতে বাধ্য করে

- কারখানা মালিকরা শ্রমিকদের কাজ হারানো, কার্ড বাতিল, এবং সরকার বিড়ি শিল্প বন্ধ করে দিবে প্রভৃতি ভয়ভীতি দেখায়।
- বিড়ি শ্রমিকরা জানিয়েছে করবিরোধী আন্দোলনে কথা বলা কিংবা নিজেদের দাবি-দাওয়া তুলে ধরার সুযোগ থাকে না।

৩. বিড়ি শ্রমিকদের আন্দোলনে লাভবান হয় কেবল মালিকপক্ষ।

- সাজানো আন্দোলনের ফলে ২০১৯ সালে বিড়ির ওপর বর্ধিত কর প্রত্যাহার করা হয় এবং বিড়ি মালিকরা লাভবান হয়। প্রতি ১ হাজার শলাকায় তাদের আয় বাড়ে ২৮ টাকা।
  - এই বাড়তি আয়ের বেশিরভাগই চলে যায় মালিকদের পকেটে, শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানো হয় খুবই সামান্য মাত্র ৬ টাকা।
- ২০১৮ সাল থেকে বাজেটে বিড়ির শুল্ক না বাড়িয়ে কেবল খুচরামূল্য বৃদ্ধি করায় ২০১৮-১৯ থেকে ২০২০ -২১ এই তিন বছরে প্রতি ১ হাজার শলাকা বিড়িতে মালিকদের মুনাফা বেড়েছে ১১৮.৮ টাকা।

৪. বিড়ি শ্রমিকদের সত্যিকারের কোনো কল্যাণ সংস্থা/ অ্যাসোসিয়েশন নেই

- বিড়ি শ্রমিকদের সংগঠন হিসেবে দাবি করা অ্যাসোসিয়েশন গুলো মূলত মালিকদের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করে।
- এসব কল্যাণ সংগঠনের সদস্যরা কেউই প্রকৃত বিড়ি শ্রমিক নয়।

সারবার্তা

- **বিড়িশ্রমিক আন্দোলন কারখানা মালিকদের অর্থ এবং আয়োজনে সংঘটিত হয়।**
- **বিড়ি মালিকরা অনেক সময় শ্রমিকদের আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য করে।**
- **বিড়ির কর কমলে শ্রমিকরা লাভবান হয় না, বরং তারা রোগবালাই এবং দারিদ্র্য নিয়ে বেঁচে থাকে, লাভবান হয় কারখানা মালিকরা।**

সুপারিশমালা

- দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির মধ্যে বিড়ির ব্যবহার নিরুৎসাহিত করে বিড়ি ব্যবহারজনিত স্বাস্থ্যক্ষতি কমিয়ে আনতে সরকারকে বিড়ির ওপর উচ্চ কর আরোপ করতে হবে।
- বিড়ি শ্রমিক নয়, মালিকপক্ষই উচ্চ করারোপের বিরোধিতা করে। বিড়ির ওপর বর্ধিত কর থেকে আহরিত রাজস্ব বিড়ি শ্রমিকদের পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ব্যয় করতে হবে।
- কর আইন ও শ্রম আইন বিশেষত শিশুশ্রম ব্যবহার সংক্রান্ত আইন প্রতিপালনে বিড়ি শিল্পকে কঠোর মনিটরিংয়ের আওতায় আনতে হবে।
- বিড়ি শিল্প মালিকদের বিকল্প ব্যবসায় যেতে সরকারকে সহায়তা প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে ঋণ সুবিধার পাশাপাশি অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান করা যেতে পারে।

তথ্যসূত্র

1. Bangladesh Bureau of Statistics and National Tobacco Control Cell, Global Adult Tobacco Survey (GATS) Bangladesh 2017. Available at: https://ntcc.gov-.bd/ntcc/uploads/editor/files/GATS%20Report%20Final-2017_20%20MB.PDF **2.** The revenue and employment outcome of bidi taxation in Bangladesh. Dhaka: National Board of Revenue (NBR), Government of Bangladesh; 2019. Available at: https://www.who.int/docs/default-source/searo/bangla-desh/pdf-reports/cat-2/biri-study-report-03-12-2019.pdf?sfvrsn=b8fea69_2 **3.** Labour Force Survey Bangladesh 2016-2017, Bangladesh Bureau of Statistics, Available at http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/LFS_2016-17.pdf **4.** National Legislation on Hazard-ous Child Labour, Bangladesh, Available at https://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=27077